

দানযিলেরে বই - সংখ্যা সাতাশ

দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের উন্মোচন: অ্যাডভেন্টিস্ট ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এক গভীর যাত্রা

Jeff Pippenger
2024-02-20

দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত অ্যাডভেন্টিস্টদের অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করে।

"মথা ২৫ অধ্যায়ের দশ কুমারীর দৃষ্টান্তও অ্যাডভেন্টবাদী লোকদের অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করে।" The Great Controversy, 393.

মলিরাইট অ্যাডভেন্টিস্টরা দৃষ্টান্তটি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করছে।

"আমি প্রায়ই দশ কুমারীর দৃষ্টান্তটির দিকে নির্দেশিত হই, যাদের মধ্যে পাঁচজন জুগোনি ছিল, এবং পাঁচজন মূর্খ। এই দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হয়েছে এবং পূরণ হবে, কারণ এ সময়ে জন্ম এর একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ রয়েছে, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ন্যায়, এটি পূরণ হয়েছে এবং সময়ের শেষ পর্যন্ত বর্তমান সত্যরূপে অব্যাহত থাকবে।" Review and Herald, August 19, 1890.

প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের ইতিহাস তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং দৃষ্টান্তটির চূড়ান্ত কন্ট্রবিন্দু হলো কুমারীদের কাছে তলে আছে কিনা, যা হলো শেষে বৃষ্টির বার্তা।

"একটি জিগৎ দুষ্করমে, প্রতারণা ও বিভ্রম, মৃত্যুর ছায়াতেই পড়ে আছে—ঘুমিয়ে, ঘুমিয়ে। তাদের জাগাতে আত্মার তীব্র বেদনা কারা অনুভব করছে? কোন কণ্ঠ তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে? আমার মন ভবিষ্যতের দিকে চলে যায়, যখন সেই সংকটে দোয়া হবে, 'দখে, বর আসছেন; তোমরা তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে এসো।' কিন্তু কটে কটে তাদের প্রদীপে তলে ভার জন্ম তলে সংগ্রহ করতে দেরি করে ফলেবে, আর খুব দেরিতে তারা বুঝবে যে তলে দ্বারা যে চরিত্র বোঝানো হয়েছে, তা হস্তান্তরযোগ্য নয়। ঐ তলে হল খ্রিস্টের ধার্মিকতা। এটি চরিত্রকে নির্দেশ করে, আর চরিত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়। কটে অন্যের জন্ম এটি অর্জন করে দিতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জন্ম পাপের প্রত্যেক দাগ থেকে পরিশুদ্ধ একটি চরিত্র অর্জন করতেই হবে।" বাইবেলে ইকো, ৪ মে, ১৮৯৬।

দৃষ্টান্তে "তলে" বলতে "চরিত্র" এবং "খ্রিস্টের ধার্মিকতা" বোঝানো হয়েছে। একটি পবিত্রীকৃত চরিত্র কেবল তাদের দ্বারাই গঠিত হয়, যারা ঈশ্বরের বাক্য ভক্ষণ করে।

তোমার সত্যের দ্বারা তাদের পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্য। যোহন ১৭:১৭।

"তলে" হলো ঈশ্বরের আত্মার বার্তাসমূহ।

"যখন আমরা তনি আমাদের কাছে যে বার্তাগুলি পাঠান, সেগুলি গ্রহণ করি না, তখন ঈশ্বর অসম্মানিত হন। এইভাবে আমরা সেই সোনালা তলে প্রত্যাখ্যান করি, যা তনি আমাদের আত্মায় ঢালতে চান, যাতে তা অনুধকারে থাকা লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২০ জুলাই, ১৮৯৭।

"তলে" হলো ঈশ্বরকে বাক্যেরে বার্তাসমূহ, যা খ্রিষ্টেরে ধার্মিকতার পবিত্রীকরণকারী উপস্থিতি বহন করে। দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে, যা হাবাক্কুক গ্রন্থেরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণীও বটে, মধ্যরাত্রে আহ্বানের বার্তা—যা খ্রিষ্টেরে ধার্মিকতারই বার্তা—১৮৮৮ সালের বদিরোহে জোন্স ও ওয়াগনারেরে বার্তার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল।

প্রভু তাঁর মহা করুণায় এন্ডার ওয়াগনার ও জোন্সেরে মাধ্যমে তাঁর জনগণেরে কাছে এক অত্যাশ্চর্য মূল্যবান বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এই বার্তার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র বিশ্বে পাপেরে জন্ম বলি, উর্ধ্ববে উত্তোলিত সৈ ত্রাণকর্তাকে বিশ্ববাসীর সামনে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এটি দেখিয়েছিল যে জামনিদারেরে প্রতিনিধিত্বেরে মাধ্যমে মানুষ ধার্মিক বলে গণ্য হয়; এটি মানুষকে খ্রিষ্টেরে ধার্মিকতা গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছিল, যা ঈশ্বরেরে সমস্ত আজ্ঞার প্রতিনিধিত্ব আনুগত্যে প্রকাশ পায়। অনেকেই যীশুর প্রতিনিধিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। তাঁদের প্রয়োজন ছিল তাঁদের দৃষ্টি নিবিদ্ধ করা তাঁর ঈশ্বরিক ব্যক্তিত্বেরে দিকে, তাঁর গুণাবলির দিকে, এবং মানব পরিবারেরে প্রতিনিধিত্বেরে অপরিবর্তনীয় প্রমেরে দিকে। সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পিত হয়েছে, যাত তিনি মানুষেরে কাছে প্রাচুর্যপূরণ দান বতিরণ করতে পারেন, অসহায় মানুষকে তাঁর নিজেরে ধার্মিকতার অমূল্য দান প্রদান করে। এটাই সেই বার্তা, যা ঈশ্বরেরে পৃথিবীকে দেওয়ার জন্ম আদেশে দিয়েছিল। এটি তৃতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তা, যা উচ্চ স্বর্বে ঘোষণা করা হবে এবং যার সঙ্গী থাকবে প্রভূত পরিমাণে তাঁর আত্মার বর্ষণ। Testimonies to Ministers, 91.

বার্তাটি হচ্ছে শেষে বৃষ্টির বার্তা।

"অন্তিম বৃষ্টি ঈশ্বরেরে লোকদের উপর বর্ষিত হবে। এক পরাক্রান্ত স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নামে আসবেন, এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় আলোকিত হবে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরোল্ড, ২১ এপ্রিল, ১৮৯১।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের যখন পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলেন, তখন শেষে বৃষ্টি বার্তা শুরু করল এবং দশ কুমারীর উপমা ও হাবাক্কুকেরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, সেভাবে মিলিরাইটদের ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হতে শুরু করল। তখনই ঈশ্বরেরে শেষে দিনেরে জনগণ স্বর্গদূতেরে হাতে থাকা পুস্তকটি খেঁজে নলি, এবং এর ফলে তারা যরিময়িরে প্রাচীন পথসমূহে ফরিয়ে যতে পরচালিত হল, এবং এভাবেই তারা সতর্কবার্তার শিঙা বাজানোর জন্ম গ্রহণী হয়ে উঠল। শিঙার সৈ সতর্কবার্তাটি ছিল লাওদিকিয়ার বার্তা, যটেকি যশিইয়া উচ্চস্বর্বে আহ্বান হিসেবে উপস্থাপন করছেন।

জোরেরে করন্দন কর, সংযত হয়ো না; তুর্যেরে ন্যায় তোমার কণ্ঠ উচ্চ কর, এবং আমার প্রজাদেরে তাদের অপরাধ, ও যাকোবেরে গৃহকে তাদের পাপসমূহ প্রকাশ কর। যশিইয় ৫৮:১।

প্রথম ও তৃতীয় দবেদূতেরে সংস্কার আন্দোলন একটি "শেষে সময়"-এ শুরু হয়। সেই সময়ে একটি "জ্ঞান বৃদ্ধি" ঘটতে, যা তখনকার জীবিত প্রজন্মকে পরীক্ষা করবে, তবে কেবল তখনই যখন সেই জ্ঞানটি একটি আনুষ্টানিক বার্তা হিসেবে প্রকাশিত হবে। এরপর সেই আনুষ্টানিক বার্তাটি "ক্ষমতায়িত" হয়, এবং সেই ক্ষমতায়নেরে চহিন হলো এক দবেদূতেরে অবতরণ। দবেদূতেরে অবতরণ হাবাক্কুকেরে বতিরককে চহিনতি করে এবং দুটি শিরণি এমন এক বার্তাকে চহিনতি করতে শুরু করে যা হয় অন্তিম বৃষ্টির সত্য বার্তা, নয়তো তার জাল প্রতিনিধিত্ব। তখন বিশ্বস্তরা ঈশ্বরেরে গ্রহণী হয়ে ওঠে, যারা সতর্কবার্তার তুরী বাজাতে শুরু করে।

সত্য তুর্যধ্বনির বার্তা হাবাক্কূকরে দুটি ফলকে উপস্থাপতি আলোর উপর প্রতীতি। এটি লাওদকিয়ির প্রতি এক সতর্কবার্তা, এবং ঈশ্বরকে জনগণের পাপসমূহ চহ্নিতি করে এমন সতর্কবার্তাও বটে। বতিরক ততক্ষণে তীব্রতর হতে থাকে, যতক্ষণ না প্রথম হতাশা আসে; তখন এক শ্রুণে "উপহাসকারীদের সমাবেশে"-এ পরিণত হয়, এবং সত্য প্রহরীদের আহ্বান করা হয় যেন তারা হতাশার পূর্বে যে বার্তার জন্ম যে উৎসাহ তারা প্রদর্শন করছে, তাতে ফিরে আসে। প্রহরীরা ফিরে এলে, তারা বুঝতে পারল যে তারা "অপেক্ষার সময়"-এ রয়েছে, এবং যে বার্তাটি বিস্তৃত হয়েছে বলে মনে হয়েছিল, সেটি আসলে পূরণ হতে চলছে, তবে ঈশ্বরের ক্রমে। সেই বার্তাটি অল্প সময়ের মধ্যে (তবু সময়ের একটি পূর্ব জুড়েই) বকশিতি হয়েছিল, এবং যখন সেই বার্তাটি আসে, সটেকে "মধ্যরাত্তরির ডাক"-এর বার্তা হিসেবে উপস্থাপতি করা হয়; যা কবেল সেই বার্তারই বৃদ্ধি, যে বার্তা স্বর্গদূত অবতরণ হলে শক্তি পিতে শুরু করছিল।

বার্তার আগমনে, স্বর্গদূতের অবতরণের সময় প্রহরীর দায়িত্ব গ্রহণকারীদের এবং যারা তা অস্বীকার করছিল তাদের মধ্যে একটি বিভাজন সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি হয়েছিল। সেই বিভাজন নির্দেশ করে সেই সময়কে, যখন এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের উপর সীল আরোপিত হয়, যা ঘটে অন্তিম বৃষ্টির বর্ষণের পূর্বেই, সেই "পরমাপ" ছাড়াই যা আরোপিত হয়েছিল সেই অন্তিম বৃষ্টির উপর, যা স্বর্গদূত অবতরণ করার সময় শুরু হয়েছিল।

মলিরাইটদের ইতিহাসটি এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজার জনকে সলিমোহর করার সময়ের শেষে বৃষ্টির একটি উদাহরণ। ঐ ইতিহাসে হাবাক্কূকরে বতিরকটি সত্য ও মথিয়া—দুই ধরনের শেষে বৃষ্টির বার্তার ওপর ভিত্তি করে ছিল। পৌল এক শ্রুণেকে চহ্নিতি করেন তাদের হিসেবে যাদের সত্যের প্রতিভালোবাসা আছে, এবং অন্য শ্রুণেকে তাদের হিসেবে যারা সত্যের প্রতিভালোবাসা নেই এবং 'মথিয়া'কে বিশ্বাস করেছে বলে প্রবল ভিত্তিরান্তি গ্রহণ করে।

মলিরাইট আন্দোলন সত্যের এমন এক বকশকে উপস্থাপন করে, যা 'শেষ সময়' থেকে শুরু করে 'মধ্যরাত্তরির আর্তনাদ'-এ পবতির আত্মার বর্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান ও ক্ষমতায় ক্রমবর্ধমান। মলিরাইট আন্দোলন কিছু নির্দিষ্ট, সমান্তরাল মাইলফলক চহ্নিতি করছিল, যমেন একটি 'শেষ সময়', 'জ্ঞানবৃদ্ধি' দ্বারা নির্দেশিত বার্তার 'আনুষ্ঠানিকীকরণ', একজন স্বর্গদূতের অবতরণ দ্বারা চহ্নিতি বার্তার 'ক্ষমতায়ন', 'দশ কুমারীর উপমা' পরিচয় করিয়ে দেওয়া একটি 'প্রথম হতাশা', 'মধ্যরাত্তরির আর্তনাদ' নামে উপস্থাপতি পবতির আত্মার এক বর্ষণ, এবং তারপর শেষের দিকে একটি 'দ্বিতীয় হতাশা', যখনে একটি বিবস্থার দরজা 'বন্ধ' হয় এবং আরকেটি বিবস্থার দরজা 'খোলা' হয়।

ঈশ্বর প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর বার্তাগুলিকে ভবিষ্যদ্বাণীর ধারায় তাদের স্থান দিয়েছেন, এবং এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষে না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাজ বন্ধ হবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাগুলি এখনো এই সময়ে জন্ম সত্য, এবং এরপর যে বার্তাটি আসে তার সঙ্গে সমান্তরালে চলবে। তৃতীয় স্বর্গদূত উচ্চ স্বরে তার সতর্কবাণী ঘোষণা করে। 'এইসব ঘটনার পর,' যোহন বললেন, 'আমি আরকে স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম; তার কাছে মহা ক্ষমতা ছিল, এবং তার মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল।' এই আলোকচ্ছটায় তিনি বার্তার আলো একত্রিত হয়েছে। দ্য ১৮৮৮ ম্যাটেরিয়ালস, ৮০৪।

মলিরাবাদী আন্দোলন, যা এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের আন্দোলনগুলোর প্রতীতি হিসেবে ধরা হয়, ড্যানিয়লে পুস্তককে অষ্টম অধ্যায়ের তরো ও চৌদ্দ পদে উল্লিখিত দুই হাজার তনিশো বছরে ভবিষ্যদ্বাণী এবং দুই হাজার পাঁচশো বশি বছরে ভবিষ্যদ্বাণীর

সঙ্গে নবিডিভাবে সংযুক্ত ছিল। 'অন্ত সময়' ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যেরে বরিদ্ধে ঈশ্বরকে ক্রোধে 'সাত সময়' সমাপ্তিতে এসে পৌঁছায়। ১৮৩১ সালে মলিয়ারে বার্তার আনুষ্ঠানিকীকরণ, কং জেমস বাইবলে প্রকাশেরে দুই শত বর্শি বছর পর ঘটছিল।

"মি. মলিয়ার, অন্যান্য দশে এই বার্তায় প্রভাবিতদেরে মতোই, প্রথমে মনে করছিলে সাময়িকপত্র ও পুস্তকায় লিখে এবং প্রকাশ করে তাঁর দায়িত্ব পালন করবনে। তিনি প্রথমে তাঁর মতামত প্রকাশ করনে 'ভারমন্ট টেলিগ্রাফ'-এ, এটি একটি বিয়াপটস্ট পত্রিকা, যা ভারমন্টেরে ব্র্যান্ডন শহরে মুদ্রিত হতো। এটি ছিল ১৮৩১ সালে।" জন লফবরো, মহান দ্বিতীয় আগমন আন্দোলন, ১২০.

তৃতীয় স্বর্গদূতেরে 'শেষ সময়'-এর আন্দোলন ১৮৬৩ সালেরে বদিরোহ থেকে একশ ছাব্বিশ বছর পূরণ হওয়ারে শেষে, ১৯৮৯ সালে এসে পৌঁছায়। 'একশ ছাব্বিশ' হলো 'সাত সময়কাল'-এর প্রতীক। উভয় আন্দোলনই 'সাত সময়কাল'-এর পরপূর্তির মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল।

তৃতীয় স্বর্গদূতেরে আন্দোলনেরে বার্তা ১৯৯৬ সালে আনুষ্ঠানিক রূপ পায়, Our Firm Foundation নামেরে একটি পিত্রিকায় প্রকাশিত "The Time of the End" শিরোনামেরে প্রবন্ধমালা প্রণয়নেরে মাধ্যমে। সেই প্রবন্ধগুলো ১৭৭৬ সালেরে স্বাধীনতার ঘোষণার দুইশ বর্শি বছর পর প্রকাশিত হয়েছিল। উভয় আন্দোলনেরে বার্তা আনুষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল দুইশ বর্শি বছর পরে, এমন এক ইতিহাসেরে পর যটো সিরাসরি যুক্ত ছিল সেই বার্তার সঙ্গে, যা ওই দুইশ বর্শি বছরেরে শেষে এসে পৌঁছেছিল।

"দুইশো বর্শি" সংখ্যা "সাত সময়"—ঈশ্বরেরে দক্ষিণ রাজ্যে যহিদার বরিদ্ধে ক্রোধ, যা খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৭ সালে শুরু হয়েছিল—এবং দানিয়েলে গ্রন্থেরে অষ্টম অধ্যায়েরে চতুর্দশ পদে উল্লিখিত তেইশশো বছরেরে সূচনা, যা খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সালে,—এই দুটির মধ্যকার সংযোগ (লিংক) নরিদশে করে। "দুইশো বর্শি" সংখ্যা দুটি ভবিষ্যদ্বাণীকে একসঙ্গে যুক্ত করে, এবং এই দুটি ভবিষ্যদ্বাণী অ্যাডভেন্টবাদেরে মৌলিক পদসমূহে একত্রে উপস্থাপিত হয়েছিল, অর্থাৎ দানিয়েলে গ্রন্থেরে অষ্টম অধ্যায়েরে ১৩ ও ১৪ পদে। সেই পদগুলিতে খ্রিস্ট ভাববাদীভাবে নজিকে "সেই নরিদর্ষ্ট পবতিরজন" হিসেবে পরিচয় করিয়েছিলেন; এটি হিব্রু শব্দ "Palmoni"-এর অনুবাদ, যার অর্থ "বিস্ময়কর গণনাকারী"।

অদ্ভুত গণনাকারী দুটি দর্শন উপস্থাপন করনে, যা ভবিষ্যদ্বাণীর দুটি ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে—ঐ দুটি পদেই, যগুলোকে সিস্টার হোয়াইট অ্যাডভেন্টবাদেরে কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সূচনা-বিন্দুটি দুইশ কুড়ি বছরেরে প্রতীকী সংযোগে ১৮৪৪ সালে তাদেরে পরপূর্ততার সঙ্গে যুক্ত হয়। হাবাক্কূকেরে দ্বিতীয় অধ্যায় বর্শিতম পদে সমাপ্ত হয়; ফলে অদ্ভুত গণনাকারী ভিন্ন এক অভিব্যক্তির মাধ্যমে "দুইশ কুড়ি" সংখ্যাটিকে চিহ্নিত করনে, কারণ ঐ পদটি ঐ তারখিে শুরু হওয়া প্রতচিত্রেরে প্রায়শ্চিত্তেরে দবিসরে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নরিদশে করে।

কিন্তু প্রভু তাঁর পবতির মন্দরিে রয়ছেন: তাঁর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী নীরব থাকুক।
Habakkuk 2:20.

অ্যাডভেন্টবাদেরে কেন্দ্রীয় স্তম্ভকে প্রতিনিধিত্বকারী দুটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল, যগুলো সিরাসরি বিস্ময়কর গণনাকারী দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, যগুলো দুইশ কুড়ি বছরেরে মাধ্যমে পরস্পরেরে সঙ্গে সংযুক্ত; এবং যীশু (বিস্ময়কর গণনাকারী), যনি সবসময় কোনো কছির শেষকে তার শুরুর সঙ্গে চিহ্নিত করনে, তিনি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তাদেরে

সমাপ্তকি দুইশ কুড়ি সংখ্যার দ্বারা চহ্নিতি করছেলিনে।

তৃতীয় স্ববর্গদূতরে আনন্দোলনরে মতোই প্রথম স্ববর্গদূতরে আনন্দোলনও একটি "শষে সময়" (করমশ 1798 এবং 1989 সালে) শুরু হয়ছেলি, যখনে লবীয় পুস্তকরে ছাব্বশি অধ্যায়রে "সাত সময়" চহ্নিতি করা হয়ছেলি। উভয় ইতহিসে পরবর্তী মাইলফলকটি 220 বছরে সমাপ্তি দ্বারা চহ্নিতি হয়ছেলি, যা "সাত সময়"-এর এক ভবষিষ্যদ্বাণীমূলক বশেষিষ্টিও বটে; কারণ দুটি দর্শনরে (chazon এবং mareh) সূচনাবন্দিগুলাতাদরেকে পরস্পরে সাথে যুক্ত করে এমন 220 বছরে একটি সময়কাল নর্দিশে করে।

১৬১১ সালে কং জেমস বাইবলেরে প্রকাশ, ভারমন্ট টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রে প্রকাশতি মলিারে বার্তার আনুষ্ঠানিকীকরণ, স্বাধীনতার ঘোষণাপতরে প্রণয়ন, এবং 'Our Firm Foundation' পত্রিকায় 'The Time of the End' প্রকাশ—এসবই ছলি প্রকাশনা। দুটি দুই শত বশি বছরে সময়কালরে শুরু ও সমাপ্তি, ঐতহিসকি দকিচহ্নি হসিবে একটি প্রকাশনাকে নর্দিশে করে। 'দুই শত বশি' সংখ্যা একটি ভবষিষ্যদ্বাণীমূলক সংযোগরে প্রতীক; এবং চারটি প্রকাশনাই প্রকাশনা হওয়ার সূত্রে যমেন পরস্পরে সঙগে যুক্ত, তমেনই তাদরে নজি নজি ইতহিসে 'জ্ঞানবৃদ্ধি' হসিবে উপস্থাপতি বার্তার মাধ্যমেও যুক্ত।

১৬১১ সালরে বাইবেলটি স্ববর্গীয় দরবার থেকে মানবজাতরি কাছে সুসমাচার পোঁছানোর বশিষ্টিকি উপস্থাপন করে। মলিারে বার্তা সময়সংক্রান্ত ভবষিষ্যদ্বাণীগুলাের প্রক্শাপটে স্থাপতি ছলি, এবং হাবাক্কূকরে দুটি পিবতির চার্ট থেকে সহজেই বোঝা যায় য়ে মলিারে বার্তাটি ইতহিসরে রাখোর মাধ্যমে গ্রাফিকিভাবে উপস্থাপতি হয়ছেলি। "Vermont" শব্দরে অর্থ "সবুজ পর্বত", এবং ঐশ্বরকি অনুপ্ররেণা মতে "সবুজ" হলো বশি্বাসরে প্রতীক।

"এই স্বপ্ন আমাকে আশা দয়িছেলি। সবুজ দড়টি আমার মনে বশি্বাসরে প্রতীক ছলি, এবং ঐশ্বরে ভরসা রাখার সৌন্দর্য ও সরলতা আমার আত্মায় উদয় হতে শুরু করল।" খ্রিস্টীয় অভিজ্ঞতা ও শকিষা, ২৮.

মলিারে বার্তাটি আনুষ্ঠানকি রূপ দেওয়া হয়ছেলি এবং বশি্বস্ত গরিজা থেকে প্রচারতি হয়ছেলি, কারণ শষে কালে "পাহাড়" বলতে "গরিজা" বোঝায়।

এবং শষে দনিগুলাতে এমন হবে য়ে, প্রভুর গৃহরে পর্বত পর্বতমালার শীর্ষে প্রতষ্টিত হবে, এবং টলিাগুলাের উর্ধ্বে উন্নত হবে; এবং সমস্ত জাততির দকি প্রবাহতি হয় আসবে। এবং অনকে লোক যাবে ও বলবে, এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে উঠি, যাকোবরে ঐশ্বরে গৃহে; তনি আমাদের তাঁর পথ শখোবনে, এবং আমরা তাঁর পথে চলব; কারণ সয়িোন থেকে বধিন বরে হবে, এবং যরিশালমে থেকে প্রভুর বাক্য। ইশাইয়া ২:২, ৩।

মলিারে আনুষ্ঠানকিকৃত পরীক্ষার বার্তা বশি্বস্ত গরিজা থেকে এসছেলি, এবং "The Telegraph" নামে প্রকাশনাটি, কং জেমস বাইবলেরে মতোই, স্ববর্গ থেকে আসা একটি বার্তার প্রতনিধিত্ব করে; কারণ "telegraph" শব্দটি, যা দুটি গ্রিকি শব্দ থেকে গঠতি, অর্থ দূর থেকে আসা বার্তা। প্রথম শব্দ (tele) মানে "দূর বা বহুদূর," আর দ্বিতীয় শব্দ (grapho) মানে "লেখো বা নথিভিক্ত করা।" একত্রে এদরে অর্থ দাঁড়ায় "দূরতবে বসে লেখো বা প্ররেণ করা।" ১৬১১ সালে ঐশ্বর, কং জেমস বাইবেলে প্রণয়নরে মাধ্যমে, স্ববর্গ থেকে তাঁর বার্তা প্ররেণ করছেলিনে, এবং দুইশ বশি বছর পরে, ১৮৩১ সালে Vermont Telegraph-এ প্রথম আনুষ্ঠানকি রূপ পাওয়া মলিারে বার্তাও স্ববর্গ থেকে ঐশ্বরে বার্তা প্ররেণ করছেলি। সেই

বার্তাটি ছিল ১৭৯৮ সালে “সমাপ্তির সময়ে” উন্মুক্ত হওয়া “জ্ঞানবৃদ্ধি,” যা পরে সেই প্রজন্মের জন্য তনি-ধাপের পরীক্ষা-প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সেই ইতিহাসটি Future for America-এর ইতিহাসকে প্রতীকায়িত্ব করেছিল।

১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পৃথিবী থেকে ওঠা পশুর সূচনাকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সূচনাকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তিম পর্যায়ে স্বাধীনতার ওপর আরোপিত বিনিয়োগকে চিহ্নিত করে। ‘ফাউচার ফর আমেরিকা’র বার্তা (নামই যমেন ইঙ্গিত রয়েছে), স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশের মাধ্যমে শুরুতেই যে সমাপ্তির প্রতীক দেখানো হয়েছে, সেই সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে। ২২০ বছর পরে, ১৯৯৬ সালে, যে মনিস্ট্রি ‘দ্য টাইম অব দ্য এন্ড’ মুয়াজ্জিন প্রকাশ করেছিল, তারা আগে যার নাম ছিল ‘ফাউচার ফর আমেরিকা’, সেই আইনগত সত্তা লাভ করে। সে বছর, ‘দ্য টাইম অব দ্য এন্ড’ মুয়াজ্জিনটি প্রকাশিত হয়; এটি ‘আওয়ার ফার্ম ফাউন্ডেশন’ নামে প্রকাশনায় আগে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো নিয়ে গঠিত ছিল।

ফাউচার ফর আমেরিকা নামের মনিস্ট্রি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করে, কারণ সেই প্রকাশনাটি যুক্তরাষ্ট্রের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল, এবং যশী সর্বদা শুরু দিয়ে শেষকে চিত্রিত করেন। প্রকাশনাটির শিরোনাম ‘The Time of the End’ ১৯৮৯ সালের ‘শেষের সময়’-কে যমেন নির্দেশ করে, তমেনি মাইকেলে উঠে দাঁড়ালে পরীক্ষাকালের সমাপ্তিকেও নির্দেশ করে। প্রকাশনাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বনিয়স্ত বার্তা (দানিয়েলে অধ্যায় 11, পদ 40 থেকে 45) ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে (শেষের সময়) উন্মোচিত হয়েছিল, এবং উন্মোচিত ওই পদগুলি ১৯৮৯ থেকে অধ্যায় 12-এর পদ 1 পর্যন্ত অগ্রসরমান একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা উপস্থাপন করে, যেখানে মাইকেলের উঠে দাঁড়ানো এবং মানব পরীক্ষাকালের অবসান চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৭৭৬ সালে Declaration of Independence প্রকাশ থেকে The Time of the End সাময়িকীর প্রকাশ পর্যন্ত দুইশ কুড়ি বছর হয়, এবং শুরু ও সমাপ্তি একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিষয়বলকিই সম্বোধন করছে। The Time of the End-এর প্রকাশনা Our Firm Foundation নামে প্রকাশনায় আগে প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত অধ্যায়গুলো একত্র করে সংকলিত হয়েছিল, এবং এটি এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্য নির্দেশ করে যে Millerite আন্দোলনের ভিত্তিগত সত্যগুলোকে ধারণ না করলে (যা হলো "our firm foundation"), ১৯৮৯ সালের "time of the end"-এ "increase of knowledge" বোঝা অসম্ভব।

প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের সমান্তরাল ইতিহাসে ‘অন্তরে সময়’ হিসেবে উপস্থাপিত মাইলফলক এবং বার্তার ‘আনুষ্ঠানিকীকরণ’কে নির্দেশকারী মাইলফলক—উভয়ই লবীয় পুস্তক ২৬ অধ্যায়ের ‘সাত সময়’-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে। সমান্তরাল ইতিহাসে পরবর্তী মাইলফলকটি হলো বার্তার ক্রমতায়ন, যা চিহ্নিত হয়েছে ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ের স্বর্গদূতের অবতরণ বা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্বর্গদূতের অবতরণ দ্বারা। প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় হায়ের পূর্ণতা প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ের স্বর্গদূতকে নামিয়ে এনেছিল, এবং প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ের তৃতীয় হায়ের পূর্ণতা প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্বর্গদূতকে নামিয়ে এনেছিল।

সমান্তরাল ইতিহাসে স্বর্গদূত অবতরণ করার মুহূর্তে শেষে বৃষ্টি ‘ছটিয়ে’ পড়া শুরু করে। সেই মুহূর্তে পূর্বাভাসিত ঘটনার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বার্তাটি ‘শক্তিশালী’ হয়। মলিরাইটদের

জন্য তা ছিল প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়, পনেরো পদে দ্বিতীয় 'বপিদ'-এ ইসলামের সময়-ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণ হিসেবে ওসমানীয় আধিপত্যের অবসান। এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা ছিল 'জাতদিরে ক্রোধানবতি হওয়া', যা প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়, সপ্তম পদে সপ্তম তুরীর সময়ে থাকা তৃতীয় 'বপিদ' সম্পর্কিত ইসলামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী; এবং এটি পূরণ হয়েছিল যখন নউ ইয়র্ক সটির বৃহৎ ভবনগুলো ধসে ফেলা হয়েছিল।

সমান্তরাল ইতিহাসসমূহের প্রতিটি প্রধান মাইলফলকে সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে বসিময়কর গণনাকারীর কাজে; তিনি দুইটি দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর তাঁর স্বাক্ষর রাখেন—যে দুটি দর্শন যথাক্রমে দুই হাজার তিশো বছর এবং দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি বছরকে প্রতিনিধিত্ব করে। দূতের অবতরণের সময় যে ভবিষ্যদ্বাণীময় প্রহরীরা উত্থিত হন, তারা এক সতর্কতার তুর্যধ্বনি বাজান, যার মধ্য লোওদকিয়ীর প্রতি বার্তাও অন্তর্ভুক্ত থাকে; এই বার্তাটি ১৮৫৬ সালে 'সাত সময়'-এর বৃহত্তর আলোর মৌহর খোলার সঙ্কে সরাসরি সংযুক্ত ছিল। হাবাক্কুককে দুই ফলকে মাইলফলকটি—যা ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালে অগ্রদূতদের চারটি দ্বারা উপস্থাপিত, এবং যগুলো দুটিই চতিরূপে 'সাত সময়' প্রদর্শন করে—প্রতিটি সমান্তরাল ইতিহাসে দূতের অবতরণ ও 'প্রথম হতাশা'র মধ্যবর্তী সময়ে এসে উপস্থিত হয়।

"বলিম্বের সময়" মাইলফলকটি সরাসরি ১৮৪৩ সালের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্কে সংযুক্ত, যা ছিল দুই হাজার তিশো বছর এবং দুই হাজার পাঁচশো বশি বছরের উভয় সময়কালের পরপূর্তির ভবিষ্যদ্বাণী। "মধ্যরাত্রির আহ্বান" বার্তা ছিল ওই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালের শীঘ্রই আসন্ন পরপূর্তির সনাক্তকরণ। শেষে মাইলফলকে বন্ধ "বধিনকালীন দরজা" ওই দুই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালের পরপূর্তিকে চিহ্নিত করে, এবং নরিদশে করে কোথায় সপ্তম বা জুবলি তুর্য বাজতে শুরু করে। প্রতিটি ইতিহাসের প্রতিটি মাইলফলক সরাসরি "সাত সময়"-এর সঙ্কে সংযুক্ত, এবং "সাত সময়" সেই সূত্র প্রতিনিধিত্ব করে যা দুই ইতিহাসকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে; এবং উভয় ইতিহাসই অন্তিম বৃষ্টির বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

'যারা অবাধ্য হয়ে বাক্যে হোঁচট খায়,' তাদের কাছে খ্রিস্ট আপত্তির শিলা। কিন্তু 'যে পাথর নরিমাতারা তুচ্ছ করেছিল, সেইটাই হয়েছে কর্ণশিলা।' প্রত্যাখ্যাত পাথরের মতো, পৃথিবীতে তাঁর মশিনে খ্রিস্ট অবহেলা ও নরিয়াতন সহ্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'মানুষদের দ্বারা তুচ্ছ ও পরিত্যক্ত; দুঃখের মানুষ, এবং শোকে অভ্যস্ত... তিনি তুচ্ছ হয়েছিলেন, এবং আমরা তাঁকে মর্যাদা দিইনি।' ইশাইয়া ৫৩:৩। কিন্তু তাঁর মহমান্বতি হওয়ার সময় নকিটাই ছিল। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের দ্বারা তিনি 'শিকতসিহ ঈশ্বরের পুত্র' বলে ঘোষণা দেন। রোমীয় ১:৪। তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু হিসেবে প্রকাশিত হবেন। যারা এখন তাঁকে ক্রুশবদ্ধ করতে উদ্যত, তারা তাঁর মহমা স্বীকার করবে। সমগ্র মহাবিশ্বের সামনে সেই প্রত্যাখ্যাত পাথরই হবে কর্ণশিলা।

"আর 'যাহার উপরে ইহা পড়বে, তাহাকে চূর্ণবচূর্ণ করিয়া ধূলিসিৎ করবে।' যারা খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারা অচিরেই দেখিতে পাইবে যে তাহাদের নগর ও তাহাদের জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তাহাদের মহমা ভুগ হইবে, এবং বায়ুর সম্মুখে ধূলির ন্যায় ছড়াইয়া পড়বে। আর কী ছিল, যাহা যহুদদের ধ্বংস করিয়াছিল? তাহাই ছিল সেই শিলা, যাহার উপরে

যদি তাহারা নরিমাণ করতি, তবে তাহাই তাহাদরে নরিপততা হইত। ইহা ছলি ঈশ্বররে অবজ্ঞাত মণ্ডল, তুচ্ছজ্ঞানতি ধার্মকিতা, উপকেষতি করুণা। মানুয আপনাকে ঈশ্বররে বরিদ্ধে স্থাপন করলি, এবং যাহা তাহাদরে পরত্ৰিাণ হইতে পারতি, তাহাই তাহাদরে বনিশাে পরণিত হইল। যাহা কচ্ছি ঈশ্বর জীবনরে জন্য় বধিান করযিাচ্ছলিনে, তাহাই তাহা মৃত্য়ুর জন্য় বলযিা প্ৰমাণ পাইয়াচ্ছলি। যহিুদিরে দ্বারা খ্ৰযিটরে ক্ৰুশবদিধকরণরে মধ্যহে যবৃশালমেরে ধবংস নহিতি ছলি। ক্যালভেরি উপরে যে রক্তপাত হইয়াচ্ছলি, তাহাই সেই ভার ছলি, যাহা তাহাদগিকে এই জগতরে জন্য় এবং আগত জগতরে জন্য় সর্বনাশরে অতলে নমিজ্জতি করযিাচ্ছলি। ঈশ্বররে অনুগ্রহরে প্ৰত্য়াখ্য়ানকারীদরে উপরে যখন বচিার পততি হইবে, সেই মহান অন্তমি দবিসেও তদ্রূপ হইবে। খ্ৰযিট, যনি তাহাদরে বাধার শলি, তখন তাহাদরে নকিট প্ৰতশিোধপরাষণ প্ৰবতরে ন্য়ায প্ৰতীয়মান হইবনে। তাঁহার মুখমণ্ডলরে মহমিা, যা ধার্মকিদরে জন্য় জীবন, তাহাই দুষ্টিদরে জন্য় ভস্মকারী অগ্নি হইবে। প্ৰত্য়াখ্য়াত প্ৰমে, অবজ্ঞাত অনুগ্রহরে কারণহে পাপীর বনিশ ঘটবি।"

"বহু দৃষ্টান্ত ও পুনঃপুন সত্ৰকবাণীর মাধ্যমে যীশু দখেযিচ্ছলিনে, ঈশ্বররে পুত্ৰকে প্ৰত্য়াখ্য়ান করলে ইহুদিরে কী পরণিত হইবে। এই কথাগুলরি মাধ্যমে তনি প্ৰত যুগরে সেই সকলরে উদ্দেশে বলচ্ছলিনে, যারা তাঁকে তাঁদরে মুক্তদিতা হসিবে গ্ৰহণ করতে অস্বীকার করে। প্ৰতটি সত্ৰকবাণী তাদরেই জন্য়। অপবত্ৰিকৃত মন্দরি, অবাধ্য় পুত্ৰ, কপট বাগানরি, অবজ্ঞাকারী নরিমাতারা—প্ৰত্য়কে পাপীর অভজ্ঞেতায এদরে প্ৰতরিপ রয্ছে। যদি সে পশ্চাত্তাপ না করে, তবে তারা যে সর্বনাশরে পূর্বাভাস দযিচ্ছলি, সেটাই তার পরণিত হইবে।" যুগরে আকাঙ্ক্ষা, ৫৯৯, ৬০০।